বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বিশেষ অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১৬টি শাখার
রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে
রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছরঃ- ২০০৫- ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এমেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট , ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ .... বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

রপ্তানী বাণিজ্যকে উৎসাহিতকরণের জন্য দেশীয় পণ্য সরাসরি রপ্তানীর বিপরীতে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ব্যাংকে অর্থ ছাড় করা হয়। উক্ত ছাড়কৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান করে থাকে। উক্ত নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন এফ-ই সার্কুলার জারী করা হয়েছে। বিশেষ অডিটের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায় আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল এবং সার্বিক কার্যক্রমে আশানুরূপ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের স্মারক নং- সিএজি/অডিট /এলএডি/৩২৪(০৭)/২৪৩ তাং-১৩/৩/০৮ এর নির্দেশের প্রেক্ষিতে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রথম ধাপে মাত্র ৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১৬টি শাখার ২০০৫-০৭ সন পর্যন্ত সময়ে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাবের উপর একটি বিশেষ অডিট পরিচালনা করা হয়। রিপোর্টটি ০৫/৪/২০০৯ তারিখে ইস্যুর পর ১৬/০৭/২০০৯ তারিখে সংশ্লিষ্ট সচিবকে আধা-সরকারী পত্র জারী করা হয়।

অডিটের মাধ্যমে উত্থাপিত ৯টি অনিয়মের বিপরীতে মোট ৫৭,২৩,৮৪,০০২/- টাকার এবং US$২১,৫৪,৪০৮/৫৫ এর আপত্তি এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া উত্থাপিত ১৮টি অডিট আপত্তির বিপরীতে ১৩,৪৮,৩১,২৭৩/- টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হলে অডিট আপত্তিতে উত্থাপিত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা সম্ভব। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ কল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

তারিখঃ .... বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরন	পৃষ্ঠা নম্বর
০১৷	কম্পট্রোলার এন্ড অডিট জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
০২৷	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
০৩৷	প্রথম অধ্যায়	১
০৪৷	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
০৫৷	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫-৬
০৬৷	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
০৭৷	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৮
০৮৷	অডিটের সুপারিশ	৮
০৯৷	উথাপিত আপত্তির উপর আদায়কৃত টাকার বিবরণ	৯-১০
১০৷	দ্বিতীয় অধ্যায়	১১-২৩

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ-১	সুপারী ও মেহগনি ফলের ভেতরের অংশের প্রদর্শিত রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান।	১৩-১৪
অনুচ্ছেদ-২	(ক) রপ্তানীকৃত হিমায়িত মৎস্যের বিপরীতে ১০,৪৯,৫১,১২১/- টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা US$১৬,২১,১৮৭/৩৮ প্রত্যাবাসিত হয়নি। (খ) আংশিক প্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রার উপর অনিয়মিতভাবে ৮,৬৮,৬৭,৬৭১/- টাকা নগদ সহায়তা প্রদান।	১৫
অনুচ্ছেদ-৩	রপ্তানী পণ্যের উপকরণের উপর বন্ড ফ্যাসিলিটি গ্রহণ করার পরও উক্ত রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৬
অনুচ্ছেদ-৪	(ক) অতিরিক্ত পরিমাণ পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে ৩,৪২,৯৮,৮৬৫/- টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা US$ ৫,৩৩,২২১/১৭ প্রত্যাবাসিত হয়নি। (খ) অতিরিক্ত পরিমাণ রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্বেও অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,৪৬,৯৫,৭৭১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১৭
অনুচ্ছেদ-৫	হিমায়িত মৎস্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে মৎস্যের প্রকৃত শ্রেণী অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৮
অনুচ্ছেদ-৬	কৃষি পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রকৃত এফ,ও,বি মূল্যের উপর নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান না করে অতিরিক্ত মূল্যের উপর প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৯

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ-৭	রপ্তানীকৃত প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রোসেসিং) কৃষিপণ্য উৎপাদনে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারের প্রকৃত হার অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদান না করে অতিরিক্ত হারে প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২০
অনুচ্ছেদ-৮	একটি রপ্তানী পার্চেজ অর্ডারের/ রপ্তানী কন্ট্রাক্ট- এর সমপরিমাণ তামাক একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন শিপমেন্টে রপ্তানী দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২১
অনুচ্ছেদ-৯	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান ।	২২
অনুচ্ছেদ-১০	রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নির্দেশাবলীর সহিত কিছু বিধি বিধান সংযোজনের সুপারিশ।	২৩

১১। মহাপরিচালকের স্বাক্ষর ২৩

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
১	সুপারী ও মেহগনি ফলের ভেতরের অংশের প্রদর্শিত রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান।	৩৫,২৯,২২,৬৮৯/-
২	(ক) রপ্তানীকৃত হিমায়িত মৎস্যের বিপরীতে ১০,৪৯,৫১,১২১/- টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা US$১৬,২১,১৮৭/৩৮ প্রত্যাবাসিত হয়নি। (খ) আংশিক প্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রার উপর অনিয়মিতভাবে ৮,৬৮,৬৭,৬৭১/- টাকা নগদ সহায়তা প্রদান।	৮,৬৮,৬৭,৬৭১/- এবং US$১৬,২১,১৮৭/৩৮
৩	রপ্তানী পণ্যের উপকরণের উপর বন্ড ফ্যাসিলিটি গ্রহণ করার পরও উক্ত রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,০২,৬৩,৫০৫/-
৪	(ক) অতিরিক্ত পরিমাণ পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে ৩,৪২,৯৮,৮৬৫/- টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা US$ ৫,৩৩,২২১/১৭ প্রত্যাবাসিত হয়নি। (খ) অতিরিক্ত পরিমাণ রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্বেও অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,৪৬,৯৫,৭৭১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১,৪৬,৯৫,৭৭১/- এবং US$ ৫,৩৩,২২১/১৭
৫	হিমায়িত মৎস্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে মৎস্যের প্রকৃত শ্রেণী অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭১,২৭,৪১৪/-
৬	কৃষি পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রকৃত এফ,ও,বি মূল্যের উপর নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান না করে অতিরিক্ত মূল্যের উপর প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩৬,২৬,২৩৮/-
৭	রপ্তানীকৃত প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রোসেসিং) কৃষিপণ্য উৎপাদনে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারের প্রকৃত হার অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদান না করে অতিরিক্ত হারে প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭,০০,৬৬৮/-
৮	একটি রপ্তানী পার্চেজ অর্ডারের/ রপ্তানী কন্ট্রাক্ট- এর সমপরিমাণ তামাক একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন শিপমেন্টে রপ্তানী দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫৪,৭৭,৮০০/-
৯	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান।	৯,০৭,০২,২৪৬/-
১০	রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নির্দেশাবলীর সহিত কিছু বিধি বিধান সংযোজনের সুপারিশ।	-
	সর্বমোট=	৫৭,২৩,৮৪,০০২/- এবং US$২১,৫৪,৪০৮/৫৫

অডিট বিষয়ক তথ্য
(Information of Audit)

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর
(Audited Year) ঃ ২০০৫-২০০৭

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান
(Audited Units) ঃ ৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিম্নবর্ণিত ১৬টি শাখা

- জনতা ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয় শাখা, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খান এ সবুর রোড, শাখা খুলনা।
- সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয় শাখা, বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা, কে,সি,দে রোড, কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।
- সোস্যাল ইসলামী (ইনভেষ্টমেন্ট) ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল শাখা, ঢাকা।
- এ, বি, ব্যাংক লিঃ, নবাবপুর রোড শাখা, ঢাকা।
- ষ্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, লোকাল প্রিন্সিপাল অফিস শাখা, ঢাকা।
- ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা শাখা, ঢাকা।
- ব্যাংক এশিয়া লিঃ, স্কশিয়া শাখা, কাওরান বাজার, ঢাকা।
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, নিউমার্কেট শাখা, চট্টগ্রাম।

নিরীক্ষার প্রকৃতি
(Nature of Audit) ঃ বিশেষ অডিট

নিরীক্ষার কাল
(Period of Audit) ঃ ১৫/৬/০৮ **হতে** ১/১২/০৮

নিরীক্ষার পদ্ধতি
(Audit Methodology) পরীক্ষামূলক নিরীক্ষা (Test Audit)- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা, তথ্যাদি বিশ্লেষণ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সাথে আলোচনা।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে যারা ছিলেন ঃ জনাব মোঃ এ, কে, আজাদ খান, উপ-পরিচালক, দল প্রধান।
জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, সদস্য।
জনাব জয়েশ্বর চন্দ্র সরকার, এস এ এস সুপার, সদস্য।
জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন খান, এস এ এস সুপার, সদস্য।

অডিট রিপোর্টের তত্ত্বাবধান ঃ জনাব মোঃ কামাল আনোয়ার, পরিচালক ।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ **মোঃ আবদুল বাছেত খান**
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অডিটের উদ্দেশ্য **(Objectives of Audit)**	ঃ ▪ রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানকে পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বিধি বিধান ও নির্দেশনাসমূহসহ মূসক আইন ও বিধি-১৯৯১ এবং কাষ্টমস এ্যাক্ট-১৯৬৯ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা। ▪ রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ চিহ্নিতকরণ। ▪ ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন।
নিরীক্ষার আওতা **(Scope of Audit)**	ঃ ▪ দেশীয় পণ্য সরাসরি রপ্তানী (Direct Export) হিসাবে চিহ্নিত এরূপ ১০/১২ টি আইটেমের পণ্যের রপ্তানীর বিপরীতে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধিত অর্থের বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম। ▪ বিভিন্ন সময়ে অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানী ভর্তুকী সংক্রান্ত জারীকৃত বিভিন্ন নীতিমালা ও আদেশ পর্যালোচনা। ▪ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) সংক্রান্ত ভর্তুকীর হার। ▪ রপ্তানী সংক্রান্ত মূসক আইন ও বিধি-১৯৯১ এবং কাষ্টমস এ্যাক্ট-১৯৬৯ পর্যালোচনা।
নিরীক্ষা কৌশল ও পদ্ধতি **(Audit Approach and Methodology)**	ঃ ▪ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। ▪ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে। ▪ সাক্ষাৎকার ও নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্র সমূহ উদঘাটন করা হয়েছে।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত প্রযোজ্য বিধি বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ভর্তুকীর নির্ধারিত হার সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-১৯৯১, কাষ্টমস্ এ্যাক্ট ১৯৬৯ যথাযথভাবে পরিপালন করা প্রয়োজন।
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা নীতিবিভাগ কর্তৃক জারীকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও আদেশ সমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করা প্রয়োজন।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ
(Causes of Irregularities and Losses)

- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ।
- বিভিন্ন সময়ে অর্থ বিভাগ এবং **বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর জারীকৃত বিভিন্ন সার্কুলার, নীতিমালা ও আদেশ সমূহ এবং সরকারি বিধি বিধান প্রতিপালন না করা।**

অডিটের সুপারিশ
(Recommendations) ঃ

- বিভিন্ন সময়ে অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানী ভর্তুকী সংক্রান্ত জারীকৃত বিভিন্ন নীতিমালা ও আদেশ এবং মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি ১৯৯১, কাষ্টমস এ্যাক্ট-১৯৬৯ এর আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।
- রাজস্ব ক্ষতির বিষয়ে দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অর্থ আদায়ের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- Cash Incentive / রপ্তানী ভর্তুকী / নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি বিধান প্রতিপালন করা প্রয়োজন।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করণ আবশ্যক।
- ব্যবস্থাপনায় মনিটরিং সিস্টেম জোরদারকরণ প্রয়োজন।

২০০৫-০৭ সনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে আদায়কৃত ১৩,৪৮,৩১,২৭২/৯২ টাকার বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	নগদ সহায়তা প্রদানকারী ব্যাংকের নাম	আপত্তির বিষয়বস্তু	আদায়কৃত টাকার ট্রেজারী চালান নং ও তারিখ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, নিউ মার্কেট শাখা, চট্টগ্রাম।	দেশীয় বস্ত্র তৈরী পোষাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে ১৫% এর স্থলে ২৫% হারে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,০৬,৯৫৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	ট্রেজারী চালান নং-৭১ তাং-১১/৩/০৯ইং মূলে বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম শাখায় জমা দেওয়া হয়েছে।	১,০৬,৯৫৫/-
২	-ঐ-	স্বীয় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য বেশি দেখিয়ে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,৯৪,২২২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।		১,৯৪,২২২/-
৩	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কে, সি, দে রোড কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	হিমায়িত মৎস্য রপ্তানীকারককে প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৩,৬২,৮১৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	ট্রেজারী চালান নং-২৫ তাং-১৮/৩/০৯ ইং	৩,৬২,৮১৭/-
৪	ব্যাংক এশিয়া লিঃ, স্কশিয়া শাখা, কাওরান বাজার, ঢাকা।	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মূদ্রা), প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্বেও অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৩,৩৯,০৬৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	চালান নং-টি ২২ তাং-২৬/১০/০৯	৩,৩৯,০৬৮/-
৫	-ঐ-	কৃষি পণ্যের নগদ সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত সার্কুলারে আখের গুড় রপ্তানীর উপর নগদ সহায়তা প্রদান করার আদেশ না থাকা সত্বেও আখের গুড় রপ্তানীর উপর নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৩৯,৭৫৬/৩২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি। (সংশোধিত)	চালান নং-৪ তাং-১৩/৪/০৯	৩৯,৭৫৬/৩২
৬	-ঐ-	রপ্তানী বস্ত্রের ইউডি (ইউটি লাইজেশন ডিক্লারেশন) ইস্যুর পূর্বেই উক্ত ইউডি এর বস্ত্র রপ্তানীর বিপরীতে বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,২৫,৯৮৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	চালান নং-টি ২২ তাং-২৬/১০/০৯	১,২৫,৯৮৬/-
৭	ব্যাংক এশিয়া লিঃ, স্কশিয়া শাখা, কাওরান বাজার, ঢাকা।	সঠিকভাবে ফ্রেইট বাদ না নিয়ে এফওবি মূল্য নির্ধারণ পূর্বক নগদ সহায়তা প্রদান করায় ২২,৩১০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	চালান নং-৪ তাং-১৩/৪/০৯	২২,৩১০/-
৮	সোস্যাল ইসলামী (ইনভেষ্টমেন্ট) ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল শাখা, দিলকুশা, ঢাকা।	নগদ সহায়তা প্রদানের বিপরীতে ৫% উৎস আয়কর বাবদ ৩২,৩৩,৪৫৬/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করা প্রসংগে।	১৫টি চালান	৩২,৩৩,৪৫৬/-
৯	জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	নগদ সহায়তা প্রদানের বিপরীতে ৫% উৎস আয়কর বাবদ ৬,১৭,৫৮,৯৫৪/-টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করা প্রসংগে।	২৩টি চালান	৬,১৭,৫৮,৯৫৪/-

ক্রঃ নং	নগদ সহায়তা প্রদানকারী ব্যাংকের নাম	আপত্তির বিষয়বস্তু	আদায়কৃত টাকার ট্রেজারী চালান নং ও তারিখ	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১০	জনতা ব্যাংক লিঃ, খান এ সবুর রোড, খুলনা।	নগদ সহায়তা প্রদানের বিপরীতে ৫% উৎস আয়কর বাবদ ৩,৮৫,০৯,৫১৯/৬০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করা প্রসংগে।	১১টি চালান	৩,৮৫,০৯,৫১৯/৬০
১১	-ঐ-	হিমায়িত মৎস্য রপ্তানীকারককে রপ্তানীকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত প্রাপ্যতার চেয়ে সি এ ফার্ম কর্তৃক অতিরিক্ত ধার্য্য করে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি ৮২,৭৯২/- টাকা।	বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা ,চালান নং-১৩/১০ তাং-১৫/১২/০৯	৮২,৭৯২/-
১২	-ঐ-	সঠিকভাবে ফ্রেইট বাদ না দিয়ে FOB মূল্য নির্ধারণ পূর্বক নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি ৩,৮৯,৮২০/- টাকা	বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা ,চালান নং-১৩/১১ তাং-১৫/১২/০৯	৩,৮৯,৮২০/-
১৩	-ঐ-	সাদা মাছের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ FOB মুল্যের উপর নগদ সহায়তা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৮,৯৯৬/- টাকা।	বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা ,চালান নং-১৩/১২ তাং-১৫/১২/০৯	৮,৯৯৬/-
১৪	জনতা ব্যাংক লিঃ, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা।	রপ্তানীকৃত হিমায়িত মৎস্যের প্রকৃত শ্রেণী এবং সঠিক FOB মুল্য অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদান না করে অতিরিক্ত হারে প্রদান করায় ৮,৩৫,৮৪৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা ,চালান নং-১৩/১৮ তাং-২৪/১২/০৯	৮,৩৫,৮৪৬/-
১৫	-ঐ-	হিমায়িত মৎস্য রপ্তানীকারককে রপ্তানীকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৩,৫১,৭৩৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা ,চালান নং-১৩/১৭ তাং-২৪/১২/০৯	৩,৫১,৭৩৭/-
১৬	-ঐ-	নগদ সহায়তা প্রদানের বিপরীতে ৫% উৎস আয়কর বাবদ ২,৫৩,৯৬,৪৭০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করা প্রসঙ্গে।	৪টি চালান	২,৫৩,৯৬,৪৭০/-
১৭	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, লোকাল প্রিন্সিপাল অফিস, মতিঝিল, ঢাকা।	রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্ত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা ,চালান নং-৫৬/২৫২ ২০/১২/০৯	২৭,৬৪,৮৫৩/-
১৮	-ঐ-	স্বীয় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য বেশী দেখিয়ে বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।		৩,৩৮,৬৫৫/-
			সর্বমোট=	১৩,৪৮,৩১,২৭২/৯২

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-১॥

শিরোনাম ঃ **সুপারী ও মেহগনি ফলের ভেতরের অংশের প্রদর্শিত রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) বাবদ ৩৫,২৯,২২,৬৮৯/- টাকা প্রদান।**

বিবরণঃ এ, বি, ব্যাংক লিঃ, নওয়াবপুর শাখা (রপ্তানী বিভাগ), ঢাকা এর ২০০৫-০৭ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স এক্সপিডো কর্পোরেশন (২) মেসার্স ওয়াসিস কর্পোরেশন (৩) মেসার্স ওয়েষ্টার্ণ ইন্টারন্যাশনাল (৪) মেসার্স জনি ইন্টারন্যাশনাল ও (৫) মেসার্স ডাচ্ ইন্টারন্যাশনাল, ১৩/এ, ময়মনসিংহ রোড, স্যুট নং-৯-১৩, (১৮ তলা), প্লানার্স টাওয়ার, হাতিরপুল, ঢাকা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুপারী ও মেহগনি ফলের ভেতরের অংশের প্রদর্শিত রপ্তানীর বিপরীতে অনিয়মিতভাবে রপ্তানী ভর্তুকী / নগদ সহায়তা (Cash Incentive) বাবদ ৩৫,২৯,২২,৬৮৯/- টাকা প্রদান করা হয়েছে- যা গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় আদায়যোগ্য।

কারণ - ▪ (১) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, ঢাকা এর কৃষি পণ্য রপ্তানী সংক্রান্ত এফ-ই সার্কুলার নং- ১৫ তাং-৬/১০/০৫ অনুযায়ী কেবল মাত্র দেশীয় উৎপাদিত সুপারী ও মেহগনি ফলের ভিতরের অংশ রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রাপ্য। কিন্তু রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানের রপ্তানীকৃত সুপারী এবং মেহগনি ফলের ভিতরের অংশ সংগ্রহের সমর্থনে শুধুমাত্র দেশীয় বিক্রয়কারী/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম - নগদ সহায়তা আবেদন পত্রে উল্লেখ থাকলেও উক্ত পণ্য সংগ্রহ/ ক্রয়ের বিপরীতে কোন ক্রয়ের ভাউচার (ক্যাশ মেমো), ডেলিভারী চালান সহ কোন প্রকার প্রমাণক নেই বিধায় উক্ত রপ্তানীকৃত পণ্য দেশীয় উৎপাদিত পণ্য হিসাবে বিবেচিত হয়না।

▪ (২) তাছাড়া উক্ত রপ্তানী পণ্য যে ১০টি স্থানীয় বিক্রয়কারী/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরে ১৪৯,৫১,৭০,৮০২/- টাকা মূল্যে সুপারী ও মেহগনি ফলের ভেতরের অংশ ক্রয়/ সরবরাহ (পরিশিষ্ট-ক (১)) দেখানোর বিপরীতে রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানদেরকে ৩৫,২৯,২২,৬৮৯/- টাকা রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ক) সে ১০টি বিক্রয়কারী/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেরই সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে আয়কর নির্ধারণী (TIN) নথি পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে ১টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স অরুন কুমার কুন্ডু, কাউখালী, পিরোজপুর এর আয়কর নথি (TIN-৪৩২-১০৪-৯৬৩৯/ পিরোজপুর) পাওয়া গেলেও ২০০৫-০৬ অর্থ বৎসরে রপ্তানীকারকের নিকট সুপারী বিক্রয় বাবদ ২,০৭,০২,৪০৭/- টাকা দেখানো হলেও আয়কর নথিতে রিটার্নি আয় দেখানো হয়েছে মাত্র ৬৬,০০০/- টাকা- যা পরবর্তীতে ডিসিটি পিরোজপুর কর্তৃক ১,৭৭,০০০/- টাকা ধার্য করা হয়। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হতে প্রদর্শিত মূল্যের উক্ত রপ্তানীকৃত পণ্য ক্রয় করা হয়নি।

▪ (৩) রপ্তানীকৃত মালামাল ঢাকার বাহির হতে সংগ্রহ দেখানো হলেও রপ্তানীর সময় উক্ত মালামাল পরিবহনের ট্রাক ভাউচারে ঢাকা হতে বেনাপোল দেখানো হয়েছে।

▪ (৪) রপ্তানীকৃত মালামাল বেনাপোলে পরিবহনের ক্ষেত্রে একই ট্রাক ভাড়ার ভাউচার/ চালান একাধিকবার ব্যবহার দেখানো হয়েছে (নমুনার কিছু বিবরণ পরিশিষ্ট- ক (২) সংযুক্ত)।

▪ (৫) ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর প্রত্যায়ন পত্র এক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলেও একই নগদ সহায়তা আবেদনপত্র ও ইএক্সপি নম্বরের বিপরীতে একাধিক নম্বরের প্রত্যায়নপত্র দেখানো হয়েছে।

▪ (৬) আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত বাংলাদেশ ফ্রুটস ভেজিটেবলস্ এন্ড এলাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন এর একই ধরণের সনদপত্রে কিছু কিছু সনদে সিরিয়াল নম্বর আছে আবার কিছু কিছু সনদে সিরিয়াল নম্বর নেই। তাছাড়া সূত্রের ইস্যু নম্বর পৃথক পৃথক নম্বরের স্থলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাই নম্বর দেখানো হয়েছে।

সুতরাং রপ্তানী পণ্য ক্রয়ের সমর্থনে কোন ক্যাশ মেমো/ বিল ভাউচার নেই এবং স্থানীয় উক্ত বিক্রয়কারীর কোন আয়কর নথিও নেই। একই ট্রান্সপোর্ট এজেন্সীর একই ট্রাক ভাড়ার ভাউচার/ চালান একাধিকবার ব্যবহার দেখানো এবং ভাউচার/ চালান নম্বর ও তারিখ, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রদর্শিত প্রত্যায়নপত্র নম্বর ও তারিখ এবং বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস এন্ড এলাইড প্রোডাক্টস এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন এর সনদ পত্রে ক্রমিক নম্বর ও তারিখের মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই- যা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া রপ্তানীকৃত পণ্য দেশীয় উৎপাদিত পণ্য হিসেবে প্রমাণিত হয় না।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ক, ক(১), ক(২)" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ রপ্তানীকৃত সুপারী ও মেহগনি ফলের ভেতরের অংশ দেশীয় পণ্য কিনা সেটা যাচাই বাছাইয়ের বিষয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ফ্রুটস ভেজিটেবলস এন্ড এলাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টাস এসোসিয়েশন, কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ (বেনাপোল, যশোর) এবং অডিট ফার্ম এর সরেজমিনে পরিদর্শন রিপোর্ট অনুযায়ী রপ্তানীকৃত সুপারী ও মেহগনি ফলের ভেতরের অংশ দেশীয় উৎপাদিত পণ্য হিসাবে প্রতীয়মান বিধায় নগদ সহায়তা প্রাপ্য।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব মূল আপত্তির সাথে সামঞ্জস্য নয় এবং অপূর্ণাঙ্গ। রপ্তানীকৃত সুপারী এবং মেহগনি ফলের ভেতরের অংশ ক্রয়ের সমর্থনে কোন ক্যাশ মেমো/ বিল ভাউচার, ডেলিভারী চালান সহ কোন প্রকার প্রমাণক নেই এবং স্থানীয় উক্ত বিক্রয়কারীর কোন আয়কর নথিও নেই বিধায় উক্ত রপ্তানীকৃত পণ্য দেশীয় উৎপাদিত পণ্য হিসাবে বিবেচিত হয়না। একই ট্রান্সপোর্ট এজেন্সীর একই ট্রাক ভাড়ার ভাউচার/ চালান একাধিকবার ব্যবহার দেখানো এবং ভাউচার/ চালান নম্বর ও তারিখ, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রদর্শিত প্রত্যায়নপত্র নম্বর ও তারিখ এবং বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস এন্ড এলাইড প্রোডাক্টস এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন এর সনদ পত্রে ক্রমিক নম্বর ও তারিখের মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই। সুতরাং রপ্তানীকৃত পণ্য দেশীয় উৎপাদিত পণ্য নয় বিধায় নগদ সহায়তা প্রাপ্য নয়। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, অডিট আপত্তির বিষয়বস্তু বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এফ,ই সার্কুলার নং-০৫, তারিখ ২১/৫/২০০৯ দ্বারা আপত্তিতে উপস্থাপিত পণ্য সমূহের উপর প্রদেয় রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছেন। সংশ্লিষ্ট সার্কুলারের কপি ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-ক(৩) এ উপস্থাপন করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ ব্যাংকের দায়ী কর্মকর্তাগণদের নিকট হতে আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২॥

শিরোনাম ঃ **(ক) রপ্তানীকৃত হিমায়িত মৎস্যের বিপরীতে ১০,৪৯,৫১,১২১/- টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা US$১৬,২১,১৮৭/৩৮ প্রত্যাবাসিত হয়নি। (খ) আংশিক প্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রার উপর অনিয়মিতভাবে ৮,৬৮,৬৭,৬৭১/- টাকা নগদ সহায়তা প্রদান।**

বিবরণঃ ৩টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৪টি শাখার ২০০৫-০৭ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক) EXP., শিপিং বিল ও বিল অব লেডিং (বি এল) এর বর্ণিত রপ্তানীকৃত হিমায়িত মৎস্যের বিপরীতে US$ ১,৭৮,৪২,১৮২/৫৯ এর মধ্যে চার্জ ও কমিশন সহ ১,৬২,২০,৯৯৫/২১ US$ প্রত্যাবাসিত হয়েছে। ফলে US$১৬,২১,১৮৭/৩৮ এর সমপরিমাণ ১০,৪৯,৫১,১২১/- টাকা প্রত্যাবাসিত হয়নি। সুতরাং উল্লিখিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। বৈদেশিক মূদ্রা প্রত্যাবাসন না হলে পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে উল্লেখিত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাঁচারের সুযোগ থাকে।

(খ) প্রকৃত রপ্তানীকৃত পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য বলতে EXP. ফরম, বিল অব এক্সপোর্ট/ শিপিং বিল ও বিল অব লেডিং (বি এল) এ উল্লেখিত রপ্তানীকৃত পণ্যের পরিমাণ ও বৈদেশিক মূদ্রার পরিমাণকেই বুঝায়, রপ্তানীকারকগণ উক্ত বৈদেশিক মুদ্রার প্রত্যাবাসিত মূল্যের নীট (Fee On Board) FOB মূল্যের উপর ১০% হারে নগদ সহায়তা প্রাপ্য। কিন্তু আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত (Proceeds Realisation Certificate) PRC মোতাবেক দেখা যায় যে, EXP ফরম, শিপিং বিল ও বিল অব লেডিং (বি এল) এ উল্লেখিত রপ্তানীকৃত পণ্যের বিপরীতে সম্পূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্বেও আংশিক প্রত্যাবাসনের উপর অনিয়মিতভাবে ৮,৬৮,৬৭,৬৭১/- টাকা নগদ সহায়তা প্রদানের কারণে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- কারণ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, বৈদেশিক মূদ্রা নীতি বিভাগ, ঢাকা এর এফ-ই সার্কুলার নং-২৩ তাং-১২/১২/০২ মোতাবেক EXP ফরম, শিপিং বিল ও বিল অব লেডিং (বি এল) এ বর্ণিত রপ্তানীকৃত পণ্যের রপ্তানী মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) হতে কমিশন ও চার্জ বাদ দেয়ার পর বাকি সম্পূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসনের পরই রপ্তানীকারকগণ নগদ সহায়তা প্রাপ্য। বৈদেশিক মুদ্রা আংশিক প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রদান যোগ্য নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, নগদ সহায়তা আবেদন পত্রের সহিত সংযুক্ত অধিকাংশ শিপিং বিলে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের পণ্য রপ্তানীর চূড়ান্ত প্রতিবেদন নেই এবং ইনভয়েসে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষেরও কোন স্বাক্ষর নেই।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "খ" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ রপ্তানীকৃত পণ্য জাহাজীকরণের সময় ঘোষিত পণ্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে না পারায় কম পণ্য রপ্তানী করা হয়েছে। যার কারণে ঘোষিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য অর্থাৎ চূড়ান্ত ইনভয়েস মোতাবেক রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ (ক) অপ্রত্যাবাসিত টাকা দেশে ফেরৎ না আসার অর্থ পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের ঝুঁকি সৃষ্টি হওয়া। (খ) রপ্তানীকৃত পণ্যের প্রকৃত পরিমাণ বিল অব লেডিং(বি-এল) এ উল্লেখ থাকে। এ হিসাবে রপ্তানীকৃত পণ্যের বি-এল ও শিপিং বিলে গ্রস ওয়েটের পরিমাণ একই থাকায় শর্ট শিপমেন্টের প্রশ্ন আসে না।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ (ক) অপ্রত্যাবাসিত US$১৬,২০,৩৪৫/২২ প্রত্যাবাসন করা আবশ্যক। (খ) আংশিক প্রত্যাবাসনের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান বন্ধসহ দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩॥

শিরোনাম ঃ **<u>রপ্তানী পণ্যের উপকরণের উপর বন্ড ফ্যাসিলিটি গ্রহণ করার পরও উক্ত রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,০২,৬৩,৫০৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।</u>**

বিবরণ ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস (রপ্তানী বিভাগ), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এর ২০০৫-০৭ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- রপ্তানী পণ্যের উপকরণের উপর বন্ড ফ্যাসিলিটি গ্রহণ করার পরও উক্ত রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে বিধি বহির্ভূতভাবে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা প্রদান করায় (৪৯,২৯,৯২২ + ৫৩,৩৩,৫৮৩) = ১,০২,৬৩,৫০৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে- যা আদায়যোগ্য।
- কারণ এপেক্স উইভিং এন্ড ফিনিশিং মিলস্ লিঃ কর্তৃক রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত ডাইস ও কেমিক্যালস্ বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানী করা হয়েছে। বন্ডের আওতায় আমদানীকৃত উক্ত ডাইস ও কেমিক্যালস কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে সর্ব প্রথম ইউ,পি নং-২০০৪/০১ তাং-১৬/২/০৪ মূলে ইস্যু করা হয়েছে (ডেডো নথি নং-০৩/ডেডো/৫১৭১০০১০৪৯/২০০৪/১২৫ এর টোকা পৃষ্ঠা নং-৩ অনুচ্ছেদ-১৪ ও ১৫)। কাজেই ১৬/২/০৪ তারিখের পূর্বের রপ্তানীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে ডাইস ও কেমিক্যালস এর উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ধার্য্যকৃত সমহার ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ অথবা নগদ সহায়তা এর মধ্যে যে কোন একটি সুবিধা প্রাপ্য। ১৬/২/০৪ ইং তারিখের পর হতে রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ডাইস ও কেমিক্যালস বন্ড কমিশনারেট হতে বন্ড সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় নগদ সহায়তার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারীকৃত সমহার আদেশ নং-১(৪) মূসক (পরিঃ ও প্রত্যর্পণ)/৯৯/১৮৯ তাং-২/১০/০১ এবং নং-১(৪) মূসক (পরিঃ ও প্রত্যর্পণ)/৯৯/১৯১ তাং-৪/১০/০১ ইং মোতাবেক ডাইস ও কেমিক্যালস এর সমহার অংশ বাদ দিয়ে নগদ সহায়তা প্রাপ্য। এছাড়া উক্ত তারিখের পরের (৬/৩/০৪-২৭/৫/০৪ পর্যন্ত) রপ্তানীর ক্ষেত্রে বন্ডের আওতায় আমদানীকৃত ডাইস কেমিক্যালস ব্যবহার করা সত্বেও সম্পূর্ণ অংশের উপর নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে -যা প্রাপ্য নয়।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "গ" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত সুতা দ্বারা তৈরী বস্ত্রের বিপরীতে উক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। যে পণ্যের উপর বন্ড সুবিধা নেয়া হয়ে থাকে, তা হিসাবায়ন করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত সুতা দ্বারা তৈরী রপ্তানীকৃত বস্ত্র উৎপাদনে বিদেশ হতে বন্ড সুবিধার মাধ্যমে আমদানীকৃত ডাইস ও কেমিক্যালস ১৬/২/০৪ তারিখ হতে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৬/২/০৪ তারিখের পর হতে রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনে ডাইস ও কেমিক্যালস বন্ড কমিশনারেট হতে বন্ড সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় নগদ সহায়তার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারীকৃত সমহার আদেশ নং-১(৪) মূসক (পরিঃ ও প্রত্যর্পণ)/৯৯/১৮৯ তাং-২/১০/০১ এবং নং-১(৪) মূসক (পরিঃ ও প্রত্যর্পণ)/৯৯/১৯১ তাং-৪/১০/০১ মোতাবেক ডাইস ও কেমিক্যালস এর সমহার অংশ বাদ দিয়ে নগদ সহায়তা প্রাপ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পালন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ ব্যাংকের দায়ী কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪॥

শিরোনাম ঃ **(ক) অতিরিক্ত পরিমাণ পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে ৩,৪২,৯৮,৮৬৫/-টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা US$ ৫,৩৩,২২১/১৭ প্রত্যাবাসিত হয়নি। (খ) অতিরিক্ত পরিমাণ রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ১,৪৬,৯৫,৭৭১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, খুলনা কর্পোঃ শাখা, খুলনা (রপ্তানী বিভাগ) এর ২০০৫-০৭ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

(ক) লকপুর ফিস প্রসেসিং কোং লিঃ, সাউদার্ন ফুডস লিঃ, শম্পা আইস এন্ড কোল্ড ষ্টোরেজ লিঃ এবং রূপসা ফিস এন্ড এলাইড ইন্ডাঃ লিঃ কে EXP. ও শিপিং বিলের বর্ণিত মূল্যের রপ্তানী পণ্যের পরিমাণের চেয়ে বিল অব লেডিং (B.L) ও ইনভয়েসে অতিরিক্ত পরিমাণ পণ্য রপ্তানী করা হয়। কিন্তু উক্ত অতিরিক্ত পণ্যের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা US$ ৫,৩৩,২২১/১৭ এর সমপরিমান ৩,৪২,৯৮,৮৬৫/- টাকা প্রত্যাবাসিত হয়নি। উক্ত অপ্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা অবিলম্বে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন না হলে পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে উল্লেখিত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাঁচারের সুযোগ থাকে।

(খ) EXP. এবং ইনভয়েসে রপ্তানী পণ্যের মূল্য একই থাকলেও EXP. এ বর্ণিত রপ্তানী পণ্যের পরিমাণের চেয়ে B.L ও ইনভয়েসে অনিয়মিতভাবে বেশী পরিমাণ পণ্য রপ্তানী দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সেলস্ কন্ট্রাক্ট/ এল সি এবং ইনভয়েস এ মাছের গ্রেড/ কাউন্ট/ সাইজ অভিন্ন থাকা সত্বেও রপ্তানীকৃত মাছের মূল্য কম দেখানো হয়েছে- যা গ্রহণযোগ্য নয়। EXP. এর বর্ণিত রপ্তানী পণ্য ও মূল্যকে প্রতি পাউন্ডের গড় মূল্য হিসাবে ধার্য্য করে-উক্ত ধার্য্যকৃত মূল্য অনুযায়ী EXP. এর চেয়ে বেশী রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত PRC মোতাবেক দেখা যায় যে, EXP. এর চেয়ে B.L এবং ইনভয়েসের অতিরিক্ত রপ্তানী পণ্যের মুল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে ১,৪৬,৯৫,৭৭১/- টাকা নগদ সহায়তা প্রদানের কারণে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে- যা আদায়যোগ্য।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ঘ" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ Exp ও শিপিং বিলে বর্ণিত রপ্তানী পণ্যের চেয়ে ইনভয়েসে বেশি পণ্য রপ্তানী হলেও বিল মূল্যের তারতম্য হয় নি। সংশ্লিষ্ট এলসিতে উল্লেখিত মূল্যের ভেতরেই রপ্তানী সম্পাদিত হয়েছে অর্থাৎ রপ্তানীর এলসির মূল্য অপরিবর্তিত রেখে গ্রেড/ কাউন্ট অনুযায়ী পণ্যের পরিমাণ কম/ বেশি করা হয়েছে। যেহেতু এলসিতে ১০% প্লাস মাইনাসের সুযোগ দেয়া হয়, সেহেতু রপ্তানীকারক পণ্যের পরিমাণ কম/ বেশি করতে পারে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ (ক) অপ্রত্যাবাসিত টাকা দেশে ফেরৎ না আসার অর্থ পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের ঝুঁকি সৃষ্টি হওয়া। (খ) L.C এবং Exp. তে রপ্তানী পণ্যের গ্রেড/ কাউন্ট অনুযায়ী পরিমাণ ও মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) নির্ধারণ করা হয়। উক্ত নির্ধারিত পণ্য রপ্তানীর সময় পরিমাণ কম বেশী হলে মূল্যেরও তারতম্য হওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে রপ্তানী পণ্যের পরিমাণ বেশী/ অতিরিক্ত হওয়া সত্বেও অতিরিক্ত রপ্তানীকৃত অংশের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসিত না হওয়ার পরও নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে - যা প্রাপ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ (ক) অপ্রত্যাবাসিত US$৫,৩৩,২২১/১৭ প্রত্যাবাসন করা আবশ্যক। (খ) আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ ব্যাংকের দায়ী কর্মকর্তাগণদের নিকট হতে আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫॥

শিরোনাম ঃ **হিমায়িত মৎস্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে মৎস্যের প্রকৃত শ্রেণী অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদান না করায় ৭১,২৭,৪১৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, কে,সি,দে রোড, কর্পোঃ শাখা, চট্রগ্রাম (রপ্তানী বিভাগ) এর ২০০৫-০৭ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স কোষ্টাল সী ফুডস লিঃ এবং মেসার্স সার এন্ড কোং লিঃ কে হিমায়িত মৎস্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিল অব এক্সপোর্ট/শিপিং বিলে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের বর্ণিত রপ্তানীর চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উল্লেখিত মৎস্যের প্রকৃত শ্রেণী অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদান না করে শ্রেণী পরিবর্তন করে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৭১,২৭,৪১৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে- যা আদায়যোগ্য।

- কারণ, শিপিং বিলে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত রপ্তানী প্রতিবেদনে হিমায়িত হোয়াইট ফিস বা আইড়, কেস্‌কি, বাটা, টেংরা, দেশী পুটি, পাবদা, বোয়াল ইত্যাদি মাছ উল্লেখ থাকলেও নগদ সহায়তা প্রদানের সময় হোয়াইট ফিসের সাথে চিংড়ি মাছ উল্লেখ করে তার উপর অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যের অতিরিক্ত টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নগদ সহায়তা আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত ইনভয়েসে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের কোন স্বাক্ষর নেই।

- পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে শিপিং বিলে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রপ্তানী পণ্যের বর্ণনা উল্লেখপূর্বক চূড়ান্ত রপ্তানীর অনুমোদন দিয়ে থাকেন। সুতরাং কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত রপ্তানী প্রতিবেদন অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদান করা আবশ্যক। যা এক্ষেত্রে পালন করা হয়নি।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ঙ" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ কাস্টমস কর্তৃপক্ষ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা যাচাই করে বিল অব এক্সপোর্ট এ মন্তব্য করে থাকে। তবে সংশ্লিষ্ট বিল অব লেডিং, ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট এ মৎস্যের শ্রেণী সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে এবং এ অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ রপ্তানীকৃত পণ্য শিপমেন্টের পূর্বেই কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের বাস্তব যাচাইয়ের পর বিল অব এক্সপোর্টের গায়ে লিপিবদ্ধকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখিত শ্রেণীর উপর ভিত্তি করেই নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ ব্যাংকের দায়ী কর্মকর্তাগণদের নিকট হতে আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬॥

শিরোনাম ঃ **কৃষি পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রকৃত এফ,ও,বি মূল্যের উপর নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান না করে অতিরিক্ত মূল্যের উপর প্রদান করায় ৩৬,২৬,২৩৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা এবং জনতা ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস (রপ্তানি বিভাগ), দিলকুশা, ঢাকা এর ২০০৫-০৭ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স মনসুর জেনারেল ট্রেডিং কোং, মেসার্স ডলফিন ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স ইভা এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স রাজধানী এন্টারপ্রাইজ, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং, সানরাইজ ইন্টারন্যাশনাল, ফয়সাল ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, সাথী এন্টারপ্রাইজ, ব্রাদার্স ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স মঞ্জুর ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল, এম আর ট্রেডার্স, মেসার্স ফরিদা ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স খালেদ ট্রেড সিন্ডিকেট, মেসার্স সাদমান ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স স্বরণীকা এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স প্রগ্রেসিভ গ্রিন ট্রেড, মেসার্স ই,এইচ, এন্টারপ্রাইজ এবং মেসার্স গ্রীন ট্রেড হাউস এর রপ্তানীকৃত কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত এফ,ও,বি মূল্যের উপর নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান না করে অতিরিক্ত মূল্যের উপর প্রদান করায় ৩৬,২৬,২৩৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে-যা আদায়যোগ্য।

- কারণ, বিমানযোগে পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে Air Way Bill এ রপ্তানী পণ্যের বর্ণিত বিমান ভাড়া (ফ্রেইট) সিএন্ডএফ মূল্য হতে বাদ দেয়ার পর প্রকৃত এফ,ও,বি মূল্য ধার্য্যযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করে কম বিমান ভাড়া (ফ্রেইট) বাদ দিয়ে এফ,ও,বি মূল্য ধার্য্য পূর্বক নগদ সহায়তা প্রদান করায় বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "চ" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ প্রতিটি রপ্তানী বিল বিদেশ হতে প্রত্যাবাসনের পর যাবতীয় খরচাদি (যেমন জাহাজ ভাড়া, প্রত্যাবাসন, মূল্যের উপর চার্জ/ কমিশন) প্রভৃতি বাদ দিয়েই প্রতি বিলের নীট FOB মূল্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কৃষি ও কৃষিপণ্য রপ্তানীর পর নীট FOB মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে International Air Transport Authority (IATA) ও Biman Bangladesh Airlines কর্তৃক নির্ধারিত Air Freight বাদ দিয়েই নীট FOB মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এ ব্যাপারে শুধুমাত্র বিমান ভাড়া ব্যতীত বিমানের সকল ধরণের চার্জ কর্তন পূর্বক ভাড়া নির্ধারণ করে দেন। এ ক্ষেত্রে রপ্তানী কারকদের কোন করণীয় নেই।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে এয়ারওয়ে বিলে উল্লেখিত ফ্রেইট এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিমান ভাড়ার প্রকৃত হার অনুযায়ী ফ্রেইট বাদ দিয়েই এফওবি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ ব্যাংকের দায়ী কর্মকর্তাগণদের নিকট হতে আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৭॥

শিরোনাম ঃ **রপ্তানীকৃত প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রোসেসিং) কৃষিপণ্য উৎপাদনে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারের প্রকৃত হার অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদান না করে অতিরিক্ত হারে প্রদান করায় ৭,০০,৬৬৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণঃ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, গুলশান-১, ঢাকা (রপ্তানী বিভাগ) এর ২০০5-০৭ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- আল আমিন ব্রেড এন্ড বিস্কুট লিঃ, মাইজদী, নোয়াখালীকে প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রোসেসিং) কৃষিপণ্য (বিস্কুট) রপ্তানীর ক্ষেত্রে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারের প্রকৃত হার অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদান না করে অতিরিক্ত হারে প্রদান করায় ৭,০০,৬৬৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে - যা আদায়যোগ্য।

- কারণ, বৈদেশিক নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর এফই সার্কুলার নং-১৫ তাং-৬/১০/০৫ ইং মোতাবেক প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে অন্যূন ৮০% স্থানীয় উপকরণ ব্যবহৃত হলে নীট প্রত্যাবাসিত এফ,ও,বি মূল্যের ৩০% হারে এবং অন্যূন ৭০% স্থানীয় উপকরণ ব্যবহৃত হলে নীট প্রত্যাবাসিত এফ,ও,বি মূল্যের ২০% হারে ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা প্রদানযোগ্য। তাছাড়া ৭০% এর নীচে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহৃত হলে ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা প্রাপ্য নয়। এক্ষেত্রে রপ্তানী পণ্যে স্থানীয় উপকরণ যে হারে (শতকরা হারে) ব্যবহার করা হয়েছে সেই হার অনুযায়ী রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা প্রদান না করে অতিরিক্ত হারে ভর্তুকী প্রদান করায় উক্ত রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ছ" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে গৃহীত টাকা ফেরত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট দাবী নামা ইস্যু করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ অতিরিক্ত প্রদানকৃত টাকা ইতোমধ্যেই আদায় করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ ব্যাংকের দায়ী কর্মকর্তাগণদের নিকট হতে আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ নং-৮॥

শিরোনাম ঃ **একটি রপ্তানী পার্চেজ অর্ডারের/ রপ্তানী কন্ট্রাক্ট- এর সমপরিমাণ তামাক একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন শিপমেন্টে রপ্তানী দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৫৪,৭৭,৮০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণঃ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, গুলশান-১, ঢাকা (রপ্তানী বিভাগ) এর ২০০৫-০৭ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাব বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো, বাংলাদেশ কোং লিঃ কর্তৃক একটি রপ্তানী পার্চেজ অর্ডারের/ রপ্তানী কন্ট্রাকটের সমপরিমাণ তামাক একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন শিপমেন্টে রপ্তানী দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে উক্ত রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করায় ৫৪,৭৭,৮০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে - যা আদায়যোগ্য।

- কারণ, রপ্তানী পার্চেজ অর্ডারে যে পরিমাণ তামাক রপ্তানী করার জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল, তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে ঐ একই পার্চেজ অর্ডার এর মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন শিপমেন্টে পার্চেজ অর্ডারের তামাকের পরিমাণের চেয়ে অনিয়মিতভবে অতিরিক্ত পরিমাণ তামাক রপ্তানী দেখিয়ে উক্ত নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে-যা প্রাপ্য নয়।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "জ" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে গৃহীত টাকা ফেরত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট দাবী নামা ইস্যু করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ অতিরিক্ত প্রদানকৃত টাকা ইতোমধ্যেই আদায় করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত রাজস্ব ক্ষতির অর্থ ব্যাংকের দায়ী কর্মকর্তাগণদের নিকট হতে আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ নং-৯॥

শিরোনাম ঃ **রপ্তানী পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করা সত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে নগদ সহায়তা প্রদান ৯,০৭,০২,২৪৬/- টাকা।**

বিবরণ ঃ ৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১২টি শাখার ২০০৫-০৭ সনের রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান সংক্রান্ত হিসাবের বিশেষ অডিটকালে পরিলক্ষিত হয় যে, চামড়াজাত দ্রব্য, কৃষিপণ্য, প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রসেসিং) কৃষিপণ্য, দেশীয় বস্ত্রের এবং হিমায়িত চিংড়ী ও অন্যান্য মাছ রপ্তানীর বিপরীতে রপ্তানী মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের পর আবেদনের নির্ধারিত সময়সীমা (১৮০ দিন) অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও অনেক পরের আবেদনকৃত দাবীর উপর ভিত্তি করে বিধিবহির্ভূতভাবে রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) বাবদ ৯,০৭,০২,২৪৬/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

চামড়াজাত দ্রব্য, কৃষিপণ্য, প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রসেসিং) কৃষিপণ্য, দেশীয় বস্ত্র এবং হিমায়িত চিংড়ী ও অন্যান্য মাছ রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, ঢাকা এর চামড়ার সার্কুলার নং- এফ-ই/০৯ তাং-৭/৪/২০০০, এফ-ই/১৯ তাং-১৮/১০/২০০০, এফ-ই/২৮ তাং-১/১১/২০০১, কৃষিপণ্য এর এফ-ই সার্কুলার নং-২৪ তাং-১২/১২/২০০২ ও এফ-ই সার্কুলার নং-১৫ তাং- ৬/১০/২০০৫, দেশীয় বস্ত্র এর এফ-ই সার্কুলার নং-০৯ তাং-৫/৩/০১ এবং হিমায়িত চিংড়ী ও অন্যান্য মাছ এর এফ-ই সার্কুলার নং-২৩ তাং-১২/১২/০২ মোতাবেক রপ্তানী পণ্যের রপ্তানী মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) প্রত্যাবাসনের ১৮০ দিনের মধ্যে আবেদন না করা হলে নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রাপ্য নয়। সুতরাং উক্ত সময় সীমার পর আবেদন করা হলে তা বিবেচনা করার কোন অবকাশ নেই।

বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ঝ" দ্রষ্টব্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে গ্রাহক আবেদনপত্রে ভুল বশতঃ প্রকৃত তারিখের পরিবর্তে ভুল তারিখ উল্লেখ করেছেন। ঋণপত্রের বিপরীতে একাধিক প্রত্যাবাসনের তারিখ থাকায় সর্বশেষ প্রত্যাবাসনের তারিখ হতে ১৮০ দিন গণনা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ ইতোমধ্যেই আদায় করা উচিত ছিল । এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের এফ ই সার্কুলারের শর্ত অনুযায়ী প্রতিটির রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসনের ১৮০ দিনের মধ্যে আবেদন করা না হলে নগদ সহায়তা প্রদানের কোন অবকাশ নেই। অর্থাৎ যখন যতটুকু রপ্তানী করা হয় এবং মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়ে থাকে তখন ততটুকুর উপরই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ ব্যাংকের দায়ী কর্মকর্তাগণদের নিকট হতে আদায় করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ নং-১০॥

শিরোনাম ঃ রপ্তানী ভর্তুকী/ নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নির্দেশাবলীর সহিত কিছু বিধি বিধান সংযোজনের সুপারিশ।

- রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে কাষ্টমস্ এ্যাক্ট-১৯৬৯ এর ৩১ ও ৩৯ ধারা এবং মূসক আইন-১৯৯১ এর ১৩(১) ধারা মোতাবেক পণ্য রপ্তানীর পর রপ্তানী তারিখের (Date of shipment) ৬ মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ দাবী না করা হলে প্রর্ত্যপন প্রাপ্য নয়। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের এফ-ই- সার্কুলারে কাষ্টমস্ এ্যাক্ট ও মূসক আইনের সহিত সামঞ্জস্য না রেখে শুধু রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসনের তারিখকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।
- সরাসরি ১৬টি চিহ্নিত রপ্তানী পণ্যের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রত্যার্পণ (Duty Drawback) প্রদানের জন্য অর্থ ছাড় করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ উক্ত ছাড়কৃত অর্থ প্রত্যর্পণ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর সাধারণ আদেশ নং-১৫/ মূসক/৯৫ তাং-১৯/৯/১৯৯৫ মোতাবেক প্রত্যর্পণ আবেদনের সহিত নিম্নে বর্ণিত দলিলাদি অবশ্যই সংযুক্ত সাপেক্ষে প্রদান করা হয় (যা বর্তমানেও বহাল রয়েছে)।

➢ রপ্তানী সংক্রান্ত ঋণপত্র/ রপ্তানী চুক্তি ;

➢ বি-এল/ এয়ারওয়ে বিল/ রেলওয়ে রিসিপ্ট/ ট্রাক রিসিপ্ট ;

➢ রপ্তানী ইনভয়েস ও প্যাকিং লিষ্ট (শুল্ক কর্তৃপক্ষের প্রত্যায়িত)।

➢ রপ্তানী পণ্যের পরীক্ষার প্রতিবেদন সম্বলিত শিপিং বিলের তৃতীয় কপি বা শুল্ক ভবন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য কোন ছকে এতদসম্পর্কিত প্রতিবেদন।

➢ রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসন সনদপত্র (Proceeds Realisation Certificate).

➢ নির্দিষ্ট ছকে (সংযোজনী-৩) এক শত পঞ্চাশ টাকা মূল্যের নন্ জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পের উপর একটি অঙ্গিকারনামা।

কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের এফ-ই-সার্কুলারে পণ্য রপ্তানী সংক্রান্ত বিষয়ে কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের কোন প্রত্যায়ন ও পরীক্ষা প্রতিবেদনকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

সুতরাং কোন পণ্য বিদেশ হতে আমদানী ও বিদেশে রপ্তানীর সম্পূর্ণ কাজটি কাষ্টমস্ এ্যাক্ট এবং মূসক আইন ও বিধির দ্বারা কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের এর মাধ্যমে সমাধান হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান এফ-ই-সার্কুলারসমূহে কাষ্টমস্ এ্যাক্ট ও মূসক আইনের কোন ধারার নিয়মাবলী সংযোজন করা হয়নি -যা সংশোধনী জারীর মাধ্যমে সংযোজন করা প্রয়োজন।

মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
ফোনঃ- ৮৩১৬১৩০

বাঃসঃমুঃ-২০০৯/১০-৪৯৬২কম/এ-৭৫০ বই-২০১০।